কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে

সালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি



নিয়তঃ

০১. প্রথমে সালাতের নিয়ত করবে। [সহিহ বুখারী /হাদীসঃ ১, তাবরানী কাবীর হাঃ ৮৭৫৫]

তাকবীরে তাহরীমাঃ

০১. তাকবীরে তাহরীমার সময় চেহারা ক্বিবলার দিকে এবং সিজদার স্থানে নজর রাখবে। [মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৪৭৯ হাঃ ১৭৬১, তিরমিযী ১/৬৬ হাঃ ৩০৪]

০২. তাকবীরে তাহরীমা শুরু করে উভয় হাত কান বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। [মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা/হাঃ ২৩৯৭, মুসলিম ১/১৬৮ হাঃ ৩৯১]

#মহিলাগন তাদের হাত বুক বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং কাপড়ের বাহিরে হাত বাহির করবে না। [আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী ১৯ খঃ ২২ পৃঃ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০, কানজুল উম্মাল, ০৭/৪৭১ পৃঃ, জামিউল আহাদীস, ২৩/৪৩৯ পৃঃ, হাঃ ২৬৩৭৭]

০৩. হাত উঠানোর সময় হাতের আঙুল ও হাতের তালু ক্বিবলামুখী করে রাখবে [তিরমিযী ১/৫৬ হাঃ ২৪০, তাবরানী আউসাত ৮/৪৪ হাঃ ৭৮০১]

০৪. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রেখে নাভীর নিচে হাত বাঁধবে। [সুনান নাসাঈ ১/১০২ হাঃ ৮২৮, আবূ দাউদ ৭৫৬; মুসনাদে আহমদ ১ম খঃ হাঃ ৮৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৩৯৫৯, ৩৯৬৬]

#মহিলাগন তাদের হাত কাপড়ের ভেতর (বুকের উপর) হাত বাঁধবে। [সি'আয়াহ শরহে বেকায়া, ০২/১৫৬ পৃঃ]

০৫. এরপর ছানা পাঠ করবে।[নাসায়ী শরীফ হাঃ ৮৯৯,৯০০, তিরমিযী শরীফ, হাঃ ২৪২, আবু দাউদ শরীফ, হাঃ ৭৭৫; ইবনে মাজা শরীফ, হাঃ ৮০৪]

ক্বিরাতঃ

০১. প্রথম রাকাতে ছানা পাঠ করার পর একাকী নামাজী ও ইমাম পূর্ণ "আউজুবিল্লাহ" পড়বে। মুক্তাদি ছানা পড়ে চুপ থাকবে। [সুনান দারাকুতনী, ১১৩৪, শরহু মাআনিল আসার ১১৭৩, আত-তালখীছুল হাবীর-২৩০]

০২. প্রতি রাকাতে ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহ অনুচ্চস্বরে পড়বে। [মুসলিম ১/১৭২, জামে তিরমিজি ১/৩৩, জামিউল মাসানিদ, ১/৩৪৭]

০৩. ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে ক্বিরাত পড়তে হবেনা। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৮২৩, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪০৪; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯৭৩; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৮৪৭; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ, ৪১৫ পৃ, হাদীস নং ১৯৯৬১]

০৪. সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম, মুক্তাদি বা একাকী নামাজী সবাই নিরবে আমিন বলবে। [বুখারী, ১/১০৫, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪১৫, মুসনাদে আহমাদ ১৮৮৫৪, মুসতাদরাকে হাকেম ২৯১৭, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮৮৪৯, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ২৬৯৭]

০৫. ফাতিহা শেষে যে কোনো সূরা বা সূরা থেকে কিছু আয়াত পড়বে। [মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৯৫, সহিহ ইবনে হিব্বান, ১৭৮৭]

০৬. ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। [সহিহ বুখারী ১/১০৭ হাঃ ৭৭৬, সহিহ মুসলিম ১/১৮৫ হাঃ ৪৫১]

রুকুঃ

০১. ক্বিরাত শেষে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকুতে যাবে [সহিহ বুখারী, ৭৮৯]

০২. উভয় হাত দ্বারা শক্তভাবে হাটুতে ধরে হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা করে ছড়িয়ে রাখবে। [সহিহ বুখারী ৭৯০, সহিহ মুসলিম ৫৩৫, সুনান তিরমিযী ২৫৮, মুসনাদে আহমাদ ১৭০৮১, সুনান দারেমী ১৩৪৩]

#মহিলাগন উভয় হাত হাটুর উপর স্বাভাবিকভাবে রাখবেন এবং আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবেন। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হাঃ ৫০৬৯]

০৩. উভয় হাত সোজা রাখতে হবে এক্ষেত্রে কনুই বাঁকা করা যাবেনা। [সুনান আবুদাউদ ৭৩৪, তিরমিজি ২৬০]

#মহিলাগন উভয় বাহু পাজরের সহিত মিলিয়ে রাখবে।[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হাঃ ৫০৬৯]

০৪. মাথা, পিঠ ও কোমর সোজা রাখবে। [জামে তিরমিজি ১/৩৬, সহিহ মুসলিম, ৪৯৮]

#মহিলাগন পুরুষদের তুলনায় কম ঝুকবেন। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হাঃ ৫০৬৯]

০৫. রুকুতে গিয়ে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পাঠ করবে। [বুখারী, হাঃ ৭৯৪ ও ৮১৭, ইবনে মাজাহ, হাঃ ৮৮৮, আবু দাউদ, হাঃ ৮৮৫]

রুওমাঃ

০১. রুকু হতে উঠার সময় নির্ধারিত দোয়া পড়বে। [বুখারী, হাঃ ৭৩৫, সহিহ মুসলিম, ৩৯২]

০২. রুকু হতে উঠে " রাব্বানা লাকাল হামদ" বলবে। [বুখারী, হাঃ ৭৯৯, মিশকাত, হাঃ ৮৭৭]

০৩. দাড়ানো অবস্থায় দুই হাত স্বাভাবিকভাবে ছাড়া থাকবে। [বুখারী, হাঃ ৮২৮, মিশকাত, ৭৯২]

সিজদাঃ

০১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাবে। [সহিহ বুখারী ৮০৩]

০২. সিজদায় প্রথমে হাটু তারপর দুই হাত তারপর নাক এরপরে কপাল রাখবে [সুনান আবুদাউদ ৮০৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২৯৪৪, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২৭২১]

#মহিলাগন জড়সড় হয়ে সিজদাহ করবেন। [কিতাবুল মারাসীল, ইমাম আবু দাউদ, হাদীস ৮০, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩০৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২২]

০৩. উভয় বৃদ্ধা আঙুলির মাথা বরাবর নাক রেখে, দুই হাতের মাঝখানে সিজদাহ করবে। [সহিহ ইবনে খুজাইমা, ৬৪১,৬৪২,৬৪৩]

০৪. সিজদায় পেট ও উরু পৃথক রাখবে। কোনো অবস্থাতে কনুই মাটির সাথে বিছিয়ে রাখা যাবেনা। [সহিহ বুখারী ৮০৭ ও ৩৫৬৪, সহিহ মুসলিম ৪৯৫, মিশকাত ৮৮৮, ৮৯১]

০৫. কখনো কনুইদ্বয় মাটিতে বা হাটুতে টেস দিবেনা। [সহিহ বুখারী, ৮২২, সহিহ মুসলিম, ৪৯৩, মিশকাত ৮০১, ৮৮৮, সুনান আবুদাউদ ৭৩০,]

০৬. সিজদার সময় দুই পা খাড়া করে মিলিয়ে রাখবে। [সহিহ মুসলিম ৪৮৬, মিশকাত, ৮৯৩]

০৭. এ সময় আঙুলগুলো কিবলাহমুখী করে রাখবে। [বুখারী, ৮২৮, মিশকাত ৭৯২]

০৮. অত:পর সিজদার নির্ধারিত দোয়া কমপক্ষে তিনবার পড়বে।[সহিহ মুসলিম, ৭৭২, ইবনে মাজাহ ৮৮৮, ইবনে খুজাইমা, ৬৬৮]

০৯. তাকবির বলতে বলতে সিজদাহ থেকে উঠবে। [সহিহ বুখারী, ৮২৫]

১০. দুই সিজদাহর মাঝখানে সোজা হয়ে বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। তারপর আবার তাকবির বলে ২য় সিজদাহ দিবে। [সহিহ বুখারী,৭৫৭, ৮২৫, ৮২৮, মিশকাত ৭৯২]

মহিলাগন দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসবেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩]

১১. ২য় সিজদার পর তাকবির বলা অবস্থায় পায়ের অগ্রভাগে ভর করে হাটুর উপর হাত রেখে দাঁড়াবে। এসময় বিনা ওজরে জমিনে ভর দিবেনা। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২৯৬৭, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৩৯৯৮, ৪০০৫, সুনানে আবুদাউদ ৮৩৯]

বৈঠকঃ

০১. ২য় রাকাত শেষ করে ১ম বৈঠকে বসবে। এসময় বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। [সহিহ বুখারী, ৮২৮, মিশকাত ৭৯২]

মহিলাগন দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসবেন। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩]

০২. ডান পায়ের আঙুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে। [সুনান নাসাঈ, ১১৫৮]

০৩. উভয় হাত উরুতে হাটু বরাবর বিছিয়ে রাখবে।[সহিহ মুসলিম ৫৮০, সুনান নাসাঈ ১২৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৬৩৪৮]

০৪. ১ম বৈঠকে কেবল আততাহিয়্যাতু পড়বে [সহিহ মুসলিম ৪৯৮, মিশকাত ৭৯১]

০৫. আততাহিয়্যাতু পড়ার সময় "আশহাদু" বলার সঙ্গেসঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসাথে মিলিয়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল মুড়িয়ে হালকা বৃত্ত বানাবে।[সহিহ মুসলিম, ৫৮০, ইবনে মাজাহ ৯১২, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৪৫]

০৬. "লা-ইলাহা" বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ঈশারা করবে এবং "ইল্লাল্লাহ" বলার সময় আঙুল নামিয়ে রাখবে।[সুনান আবু দাউদ ৯৮৯, সুনান নাসাঈ ১১৬০, সহিহ ইবনে খুজাইমা ৭১৯]

০৭. শেষ বৈঠক হলে আততাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরুদ ও দোয়ায়ে মাছুরাহ পড়বে। [সহিহ বুখারী ৮৩৪, ৩৩৭০, তিরমিযী ১/১৩০ হাঃ ৫৯৩, তিরমিযী ২/১৮৬ হাঃ ৩৪৭৭,]

সালামঃ

০১. শেষ বৈঠক শেষে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।[সহিহ বুখারী/হাঃ ৮৪২, সহিহ মুসলিম/হাঃ ৫৮৩, মিশকাত/হাঃ ৯৫৯]